রেল বার্তা

যাত্রীদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল স্বর্ণ রাজধানী ও শতাব্দী এক্সপ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার : স্বর্ণ প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেল রাজধানী ও শতাব্দী এক্সপ্রেসকে আরও সাজিয়ে গুজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আঞ্চলিক রেলগুলিকে এইসব ট্রেনের রেকগুলিকে আরও চমৎকার করে সাজানোর পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেলের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব রেল হাওড়া রাজধানী ও শতাব্দী এক্সপ্রেসগুলির রেকগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছে। অবশ্য তার আগে কীভাবে রেকগুলিকে সাজিয়ে তোলা হবে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণাও হয়। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও শনিবার এই নতুন রূপে সেজে ওঠা রাজধানী ও শতাব্দী ট্রেনগুলি পরিদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত, নানারকম শিল্প-সুষমায় সেজে উঠেছে ট্রেনগুলি। ট্রেনের মধ্যে লাগানো হয়েছে শিল্পীদের আঁকা চমৎকার সব ছবি। লাগানো হয়েছে এলইডি লাইট। টয়লেট ও ওয়াটার ফিল্টারগুলিও একেবারে অত্যাধুনিক করা হয়েছে। স্বর্ণ রাজধানী ও শতাব্দী ট্রেন পরিদর্শনের পর রাও ওই ট্রেনগুলির যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। ট্রেনগুলির আরও কীভাবে উন্নতি করা যায়, তা নিয়ে যাত্রীদের পরামর্শ মন দিয়ে শোনেন। পরে রাও বলেন, স্বর্ণপ্রকল্পের অধীনে রাজধানী ও শতাব্দী ট্রেনগুলির মধ্যে পুরোপুরি পেইন্টিং করা হয়েছে। লাগানো হয়েছে এলইডি লাইট। স্টিলের ওয়াশ বেসিন ও টয়লেটগুলি ঝা-চকচকে হয়েছে। উন্নতমানের ডাস্টবিন রাখা হয়েছে। এছাড়া সন্দেহভাজনদের কাজের উপর নজর রাখার জন্য প্রতিটি দরজায় লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ম্যাগাজিন ব্যাগগুলির ডিজাইন নতুন করা হয়েছে, যা যাত্রীদের খুবই পছন্দের। টয়লেটে দেওয়া হয়েছে বাড়তি ম্যাট। কমোড ও বেসিনগুলি নতুন লাগানো হয়েছে। রাও আশাপ্রকাশ করেন, স্বর্ণ প্রকল্পের অধীনে ট্রেনগুলিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এছাড়া রাজধানীতে যাত্রীরা যাতে সহজেই তাদের বার্থ নম্বর খুঁজে পান সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ফার্স্ট এসির যাত্রীদের জন্য ব্ল্যাঙ্কেটের কভার দু'টি আলাদা আলাদা দামের করা হয়েছে। এছাড়া ফার্স্ট এসির যাত্রীরা যাতে সহজেই আপার বার্থে চড়তে পারেন সেজন্য বার্থের গায়ে ছোট ছোট সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রাওয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রবীন্দর গুপ্তা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনু গোয়েল এবং পূর্ব রেলের অন্যান্য প্রিন্সিপাল অফিসাররা। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের নভেম্বর মাসে শিয়ালদহ-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের রেকগুলিকে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে।

ধর্মযুদ্ধে তিনি একা নন, দাবি পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত লালুর

পাটনা/নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : পশুখাদ্য মামলায় ফের অভিযুক্ত হয়ে জেলে যাওয়ার আগে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করায় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তবে এই ধর্মযুদ্ধে তিনি একা নন, সারা বিহার তাঁর পাশে রয়েছে বলেও দাবি করেছেন আরজেডি সুপ্রিমো। প্রসঙ্গত, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এই টুইটটি করেছেন লালুপ্রসাদ। তাঁর আরও দাবি, সত্যি একদিন প্রকাশ পাবেই। কেউ যদি কারোর বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচার চালায়, সেখানে মিথ্যেই একদিন সত্যি হয়ে ওঠে। কিন্তু মিথ্যের এই স্তর এবং ঘৃণা একদিন না একদিন অপসারিত হতে বাধ্য। সেদিনও সামনে আসবে সত্য। সব শেষে জয় হবে সত্যেরই।

শুক্রবার আদালতের রায়ে ফের সঙ্কটে পড়েছেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। আগের মামলায় তাঁর সাজা হয়। কিন্তু পরে জামিন পান তিনি। যদিও তাঁর ভোটে লড়াই করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এখন সবার নজর ৩ জানুয়ারির দিকে। কারণ ওই দিন আদালত দেওঘর মামলায় সাজা ঘোষণা করবে। শনিবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় রায় দেয়। সেই মামলায় লালুপ্রসাদ সহ আরও ১৫ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র সহ ৭ অভিযুক্ত ছাড়া পেয়েছেন। পশুখাদ্যের নামে ভুয়ো বিল তৈরি করে লক্ষ কোটি টাকা রাজকোষ থেকে সরানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়। যে খাদ্যের বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই, তা পরিবহণের জন্য আর এক প্রস্থ টাকা তোলা হয় ট্রেজারি থেকে। ১৯৯১-৯৪ সালে দেওঘর ট্রেজারি থেকে ৮৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা তছরুপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। এদিন রায় ঘোষণার পরই লালুপ্রসাদ বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র তোপ দাগেন।

আরজেডি সুপ্রিমো দাবি করেন, কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধিরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন। কারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং ক্ষমতাশালী শ্রেণি সবসময়ই সমাজকে বিভাজন করে শাসন করতেও চায়। এবং সমাজের নিচুতলা থেকে যখন কেউ তাঁদের সেই ঔদ্ধত্যকে চ্যালেঞ্জ জানান, তখন তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শাস্তি দেওয়া হয় যাতে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন।

লালু এ প্রসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং, বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামও টেনে এনেছেন। আরজেডি সুপ্রিমো দাবি করেছেন, ইতিহাস এই কিংবদন্তি মানুষগুলিকে ভিলেন হিসেবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু মানুষের কাছে তারা এখনও ভিলেন। এইসব মানুষ যদি সমাজের ওপরতলার মানুষের কাছে ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত হন, তবে তিনি আর পৃথক ব্যবহার আশা করবেন কীভাবে?

নরেন্দ্র মোদীর রাজত্বে বিজেপি অ-পরাজিত নয় : চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : কর্মসংস্থান তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রবিবার তীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁর দাবি, আগামী ১৬ মাস লোকসভা নির্বাচন সহ বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনে কর্মসংস্থান একটি বড় প্রশ্ন হয়ে উঠবে। ধারাবাহিক ট্রাইট করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব বিজেপি অপরাজেয় বলে মনে করে তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতারা। কিন্তু মোদীর নেতৃত্ব যে মোটেই অ-পরাজিত নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেছে দিল্লি ও বিহারে নির্বাচনে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কৌশল স্থির করলে বিজেপিকে যে ফের পরাজিত করা সম্ভব হবে, সেই দাবিও করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

সদ্য সমাপ্ত গুজরাত নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের ছবিও তুলে ধরে চিদম্বরম বলেছেন, গুজরাতে একেবারে শেষে গিয়ে বিজেপি জয় পেলেও এক তরুণ ও এনার্জেটিক পিপ্রনটার (রাহুল গান্ধি) প্রায় ক্ষমতার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর দাবি, গুজরাতে মোটেই বিজেপি একা জয়ী হয়নি, সেখানে কংগ্রেসও জয়ী। বিজেপি খাতায়-কলমে জয়ী হয়েছে। রাজনৈতিক জয় হয়েছে কংগ্রেসের। গুজরাতের ফলাফলও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি যে কখনও কোনও ভোটে পরাজিত হতে পারে না, সেই তত্ত্ব মোটেই ঠিক নয়। চিদম্বরম বলেছেন, গুজরাতে জাতপাত এবার ভোটের ততটা সমস্যা ছিল না। কিন্তু কর্মসংস্থাননীতিতা, কৃষকদের হতাশা, ক্রমশ বাড়তে থাকা অসাম্য ও ধর্ম এই ভোটে বড় ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। আর এজন্য নরেন্দ্র মোদীই দায়ী।

ক্রিস্টমাস ও নতুন বছরে রাজ্যগুলিকে কড়া নজরদারির নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : নতুন বছর ও ক্রিস্টমাসের অনুষ্ঠানে দেশের সব শহরেই ব্যাপক ভিড়ের আশঙ্কা করে তথ্যভিত্তিক ঘটনা এড়াতে কড়া নজরদারির জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে ব্যবস্থা নিতে হবে রাজ্য প্রশাসনকে। ব্যাপক ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে শান্তি বজায় রাখতে সবরকম উদ্যোগ নিতে হবে পুলিশকে। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিও সম্প্রতি বেশকিছু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্দেশে হুমকি দিয়েছে। এইহুমকিতে উৎসব পালন না করার জন্য তাদের বলা হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনের কাছ থেকে হুমকি পাওয়ার পরই উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্রিস্টমাসের উৎসব পালন না করার জন্য সার্কুলার জারি করেছে। কারণ জঙ্গি সংগঠনটি তাদের হুমকিতে বলেছে, খ্রিস্টমাসের উৎসব পালন করলে স্কুলগুলি নিজেরাই ঝুঁকি নিয়ে তা করবে। জঙ্গি সংগঠনগুলির এইহুমকি শোনার পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং রাজ্যগুলিকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ক্রিস্টমাস, রমজান, হোলি বা দিওয়ালি যাই হোক না কেন, কোনও অনুষ্ঠানের গোলমাল বরদাস্ত করা হবে না। উৎসবের সময় কেউ যদি গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেন, তবে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ মনে রাখতে হবে, সব সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে।

গুজরাত নির্বাচনে মুসলিম ভোট ঠেকাতেই বার বার মন্দিরে যান বিজেপি ও কংগ্রেস নেতারা : ওয়েসি

হায়দরাবাদ, ২৪ ডিসেম্বর : গুজরাত নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধির বিভিন্ন মন্দিরে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি নেতারা। তাদের অভিযোগ ছিল, রাহুল হিন্দু ভোটদাতাদের প্রভাবিত করতেই মন্দিরে মন্দিরে ঘোরা শুরু করেছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বহু মন্দিরেই যান। এবার দু'দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই মন্দিরে যাওয়ার জন্য মারাত্মক অভিযোগ করলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তাহুল মুসলিমেন (এআইএমআইএম) সভাপতি আসাউদ্দিন ওয়েসি। তিনি দাবি করেছেন, মুসলিম ভোটকে বেঁধে রাখতেই কংগ্রেস ও বিজেপি নেতারা গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের সময় লক্ষণীয়ভাবে মন্দিরে ঘোরা শুরু করেন।

ওয়েসির দাবি, মন্দিরে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার যে কিছুই হয়নি, তা আমজনতা দেখেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজরাতে মুসলিম ভোটকে বেঁধে রাখার জন্যই তারা এই কাজ করেন, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই ইতিবাচক নয়। ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিও এভাবে কলুষিত হবে। ওয়েসি দাবি করেছেন, কংগ্রেস ও বিজেপি নেতারা গুজরাতে প্রচারের সময় মুসলিমদের ক্ষমতায়নের কথা একবারও মুখে আনেননি।

তাদের মনে হয়নি, এ দেশে মুসলিম সম্প্রদায়েরও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে। মুসলিমদের এই রাজনৈতিক দলগুলি কিছু দিতে চায়নি কিন্তু মুসলিম ভোট পেতে তারা আগ্রহী ছিল। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুসলিমদের ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতার বৃত্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে তারা। বিজেপি মুসলিমদের একটি টিকিটও দেয়নি। কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসনে মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল। এর মধ্যে জিতেছেন ৩ জন। ওয়েসির মতে, বিজেপি বা কংগ্রেস এভাবে নির্বাচনে জয় পেতে পারেন, কিন্তু গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

গুজরাত নির্বাচনে কংগ্রেস নেতারা যে উদাহরণ রেখেছেন এবার তা অনুসরণ করার হুমকিও দিয়েছেন ওয়েসি। তাঁর দাবি, এবার তিনি মন্দির ও দরগায় যাবেন এবং সবুজ পতাকা ওড়াবেন। কেউ তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করতে পারবে না। কারণ কংগ্রেস ও বিজেপি এই নজিরই তৈরি করেছে। ধর্মকে তারা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে। অরুণ জেটলি যে বলেছেন, বিজেপি যে আসলে হিন্দুদের দল এবং তাঁরা বিকল্প হিসেবে কাউকে মেনে নিতে পারবে না সেকথা একেবারে ঠিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি, গুজরাত নির্বাচনে প্রচারে এসে বার বার বহু মন্দিরে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা একবারের জন্যও কোনও মসজিদ বা দরগায় যাননি বলে অভিযোগ করেছেন ওয়েসি।

প্রবল ঠান্ডায় কেনার লোক নেই। তবুও শ্রীনগরের শহরতলিতে নিজের দোকানে ক্রেতার অপেক্ষায় স্থানীয় বেকারিতে তৈরি পাঁউরুটি নিয়ে বিক্রির আশায় এক মহিলা।

উত্তর প্রদেশে উপনির্বাচনে বিজেপি-সমাজবাদী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

সিকান্দ্রা, ২৪ ডিসেম্বর : অরুণাচল প্রদেশে দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করলেও উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী দলের প্রার্থীর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে সিকান্দ্রা আসনে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, বিজেপি এগিয়ে থাকলেও সমাজবাদী দল তার পিছনে রয়েছে। এই নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী রয়েছেন, ৫ জন নির্দল।

প্রসঙ্গত, ২২ জুলাই সামান্য অসুস্থতায় বিজেপি বিধায়ক মথুরাপ্রসাদ পালের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়। এই আসনে উপনির্বাচনে ৫৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে অরুণাচল প্রদেশে লিকাবালি ও পাক্কি-কেসাম বিধানসভা আসনে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রবিবার এই দু'টি আসনের ভোটগণনা শুরু হয় সকাল ৮টা থেকে। বিজেপি ও কংগ্রেস ছিল মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। গত ২১ ডিসেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় এই উপনির্বাচন। ভোট পড়ে ৬৮.৫ শতাংশ। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জমেদি কেনা'র মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল। অন্যদিকে পাক্কি স্টেশন আসনটিতে গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে নির্বাচন হয়।

গিলানির পুত্রকে তলব এনআইএ'র

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : সন্ত্রাসবাদীদের তহবিল গঠনের মামলায় কাশ্মীরের কট্টরপন্থীধরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির পুত্রকে নোটিস ধরাল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)।

প্রসঙ্গত, গিলানির জামাই আলতাফ আহমেদশাহকেজঙ্গিদের তহবিল গঠনে সাহায্য করার অভিযোগে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এবার তলবকরা হল নাসিম গিলানিকে। পেশায় অধ্যাপক নাসিম গিলানিকে চলতি বছরের আগস্ট মাসে সমন ধরিয়েছিল এনআইএ। পাকিস্তানের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি সংগঠনগুলিকে সাহায্য করার অভিযোগ করা হয়েছে নাসিম গিলানির বিরুদ্ধে। আগে একই অভিযোগ করা হয়েছিল সৈয়দ আলি শাহ গিলানির জামাই আলতাফ আহমেদশাহের বিরুদ্ধে।

এনআইএ'র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গিলানির জামাই ও ছেলেকে সন্দেহজনক কিছু আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়ার পরই তলব করা হয়েছে। কারণ এনআইএ এখন ওইসব তথ্য স্ক্যানারের নিচে ফেলে দেখছে। এনআইএ সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ জোগানোর অভিযোগে পাকিস্তানের মাটিতে গড়ে ওঠা জামাদ-উদ-দোয়ার নেতা হাফিজ সইদ এবং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে।

মোদী জমানায় সিবিআই-এর আচরণ তোতাপাখির মতো : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : মোদী জমানায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের আচরণ তোতাপাখির মতো বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। এর বড় উদাহরণ টু-জি স্পেকট্রাম মামলা বলে দাবি করেছে দল। কংগ্রেসের মুখপাত্র মনীশ তিওয়ারির মতে, টু-জি স্পেকট্রাম মামলায় তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশটি ১,৫৫৬ পাতা দীর্ঘ। কিন্তু বিচারক এই নির্দেশটি দেওয়ার আগেই সিবিআই এবং ইডি জানায়, তারা এবার হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কীভাবে তারা আগেভাগেই নির্দেশটি জেনে গেল সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিওয়ারি।

তিওয়ারির আরও দাবি, সিবিআই এবং ইডির নিজস্ব আইনজীবীও নেই। তারা যেহেতু সরকারি সংস্থা তাই ধরে নিতে হয় তাদের কাজও হবে স্বচ্ছ, গঠনমূলক। টু-জি স্পেকট্রাম মামলায় অভিযুক্তরা ছাড়া পাওয়ার পর সিবিআই বলেছে, তারা হাইকোর্টে যাবে। অথচ সিবিআইয়ের মনে রাখা উচিত, হাইকোর্টে যাওয়ার আগে তাদের অনুমতি নিতে হবে।

একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সিবিআই এবং ইডি কোটি কোটি টাকার সৃজন কেলেঙ্কারির তদন্ত করুক। কারণ বিচারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নাকের ডগায় এই দুর্নীতি হয়েছে। অথচ নীতীশ কুমার মোদী সরকারের বন্ধু হওয়ায় সিবিআই কোনওরকম তদন্ত করছে না। সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে কোনও বিশেষ তদন্তকারী দলকে দিয়ে সৃজন কেলেঙ্কারির তদন্ত করা উচিত বলেও দাবি করছে কংগ্রেস। উল্লেখ্য, সৃজন কেলেঙ্কারিতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ ভাগলপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৃজন মহিলা সহায়তা সমিতিতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২০০৪-২০১৪ সালের মধ্যে।

দিল্লিতে ঘন কুয়াশায় ১৭টি ট্রেন বাতিল

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর : কাশ্মীর উপত্যকায় বরফ পড়া শুরু হয়েছে। ফলে দিল্লি সহ উত্তর ভারতের সর্বত্র এখন হাড়হিম করা ঠান্ডা। সেইসঙ্গে ঘন কুয়াশার মোড়া রাজধানী। কুয়াশার কারণে ১৯টি ট্রেন বিলম্বে চলছে। দৃশ্যমানতা এতটাই কমে গিয়েছে যে, রেল কর্তৃপক্ষ ১৭টি ট্রেন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কুয়াশার কারণেই রেল কর্তৃপক্ষ ৬টি ট্রেনের সময়সূচিও পরিবর্তন করেছেন।

কুয়াশার কারণে বেশ কিছুদিন থেকেই দৃশ্যমানতায় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল। ফলে ট্রেন চলাচলে যথেষ্ট অসুবিধার মুখোমুখি হন রেল কর্তৃপক্ষ। কাশ্মীরে বরফ পড়া শুরু হওয়ায় একদিকে যেমন ঠান্ডা বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনই কুয়াশার ঘনত্বও বেড়েছে। ফলে দৃশ্যমানতা আরও কমেছে। দিল্লিতে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল সাড়ে ৮টায় আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৭৭ শতাংশ। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের দাবি, রাজধানীতে আগামীকাল পর্যন্ত অর্থাৎ বড়দিনের দিনটিতেও ঘন কুয়াশা থাকবে। ছুটির দিনে প্রচুর মানুষ পথে বেরোবেন ঠিকই, তবে তাদের আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। উত্তর ভারতে এখন এমনিতেই ঠান্ডার প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। দিল্লি, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের তাপমাত্রা প্রতিদিন কমছে। ফলে বড়দিনের উৎসব জমজমাট হয়ে উঠলেও অনেক রাত পর্যন্ত মানুষ বাইরে থাকতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দিল্লিতে দূষণের পরিমাণ এখন অত্যন্ত খারাপ। লোদী রোডের মতো অভিজাত অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থাকেন, সেখানেই দূষণ প্রতি কিউবিক মিটারে ১৯০ মাইক্রোগ্রামে পৌঁছে গেছে বলে দাবি করেছে ওয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট।

বছরের শেষ লগ্নে সারা বছরের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা

বিশেষ প্রতিবেদন : আজ বড়দিন। শেষ হতে চলেছে ২০১৭। মাঝে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠেছে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সব রাজ্যের মানুষ। কেকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। রঙ-বেরঙের বাক্সোয় সেই কেক কিনছেন সকলেই। কারণ বড়দিনে কেক না হলে যে চলে না।

তবে বছরের সালতামামি করতে বসলেই শুধু কেক নয়, আরও অনেক ঘটনার কথাই মনে পড়বে। আমরা শুধু এইসব ঘটনার হেডলাইনটুকু উচ্চারণ করতে পারি মাত্র। এই বছরই জয়ললিতার শূন্য আসনে প্রতিযোগিতায় নেমে চেন্নাইয়ে আর কে নগর কেন্দ্র থেকে বিরাট ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন এআইএডিএমকে প্রার্থী শশীকলার ভাইপো টিটিভি দিনাকরণ। রবিবার সকাল ৮টায় ওই কেন্দ্রের ভোটগণনা শুরু হয়। শেষ হয় সন্ধ্যা নাগাদ। এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭৩ শতাংশ যা আর কে নগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোট বলা যায়।

হিমাচল প্রদেশে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রবিবার দলের মুখ্যমন্ত্রীর নামও ঘোষণা করা হয়েছে। বিধানসভার নির্বাচিত বিজেপি সদস্যরা এদিন দুপুর ১২.৩০ নাগাদ বৈঠকে বসে মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করেন।

এবার আসা যাক, গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। গুরুগ্রামের ফর্টিস হাসপাতালের পর গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতাল একটি শিশুর ডেঙ্গুর চিকিৎসার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা চার্জ করে। ৮ বছরের শিশুটি ২১ দিন হাসপাতালে ছিল। যদিও চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি। গুরুগ্রাম হাসপাতাল থেকে অবশ্য টাকা দিতে না পারায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন হাসপাতালে ঠাঁই হয় তার। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।

২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ২০১৭'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল পাকিস্তানের জেলে বন্দি ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে তাঁর মা ও স্ত্রীকে দেখা করতে দেওয়ার অনুমতি। আজ, ২৫ ডিসেম্বর মা ও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে কুলভূষণের। ইতিমধ্যেই পাক সরকার সেই অনুমতি দিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন কমান্ডার কুলভূষণ যাদব পাকিস্তানে ধরা পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়। আন্তর্জাতিক আদালতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মামলা করে জয়ী হয় ভারত। যদিও এখনও পাকিস্তান কুলভূষণকে ছাড়েনি।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নয়ডায় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই বাড়ি কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হাতে ৪০ হাজার ফ্ল্যাট তুলে দেওয়া হবে। এই ৪০ হাজার ব্যক্তি ডিসেম্বরের শেষ নাগাদই ফ্ল্যাট পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে যে সমস্যা রয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সমস্যা রয়েছে, সবই সমাধান করা হবে।

কলকাতায় রবিবার বিশ্ব জাগৃতি মিশন ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় গণবিবাহ।